কুয়াশা ছিল সবুজ এক ঠিকানা

লিখতে বসে এক ধাক্কায় পাঁচ বছর পেছিয়ে গেলাম । সাত বছর বয়সে প্রথমবার পেলিং এর পথে আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী কুয়াশার ঠিকানা খুঁজতে বেরিয়েছিলাম আমরা কয়েকজন স্কুলের বন্ধু ও তাদের পরিবার। সিকিম এ আমাদের প্রথম গন্তব্য 'কালুক' থেকেই আমাদের পিছু নিয়েছে এই পরিচিত অথচ নতুন রূপের বন্ধু – কুয়াশা ... কলকাতায় যখন তার সাথে দেখা হয় তখন তার এই বাড়ী ফেরার আনন্দ থাকে না ।তাই বোধহয় কলকাতার কুয়াশা কেমন যেন আড়ষ্ট, নিস্তেজ কিন্তু সিকিমে যেন সে পরম আনন্দে জড়িয়ে ধরে আমন্ত্রণ জানায় তার একান্তই নিজস্ব ঠিকানায়। কুয়াশা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় তার নিজের রাজত্বে পাহাড়ের গা বেয়ে গাড়ি যত ওপরে উঠছে কুয়াশার ভালবাসা যেন আরও গভীর আরও নিবিড় হয়ে উঠছে । কখনও তার ভালবাসা বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝরে পড়েছে গাড়ির কাঁচ এ, কখনও সামনের পথ অদৃশ্য করে দিয়ে খেলা করেছে সে। গাড়ি থেকে নেমে কয়েকবার ধরার চেষ্টাও করেছিলাম তাকে কিন্তু কখনও গাড়ির জানলা দিয়ে কখনও Rhododendron এর পাতায় ভেসে বেড়িয়েছে আমার ওই বন্ধুটি। দুপুর যত গড়িয়ে এল ততই নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরল কুয়াশা , যেন বোঝাতে চাইল এই তো প্রায় পৌঁছে গেছি । সিকিম এর সবুজ পাহাড়ি জঙ্গল আর কুয়াশা যখন মিলে মিশে একাকার তখন বুঝলাম ওদের বন্ধুত্ব চিরকালের আর আমাদের বোধহয় শুধুই এক বিকেলের। ড্রাইভার কাকুর কথায় হঠাৎ কাটল ঘোর ,পাহাড়ি মোড় পেরিয়ে ফিরতে হবে সন্ধ্যের আগে।এ পাহাড় ও পাহাড় ঘুরে ফিরতে ফিরতে একটাই কথা ছিল আমার ভাবনায় , কুয়াশা কে কি সত্যি খুঁজে পেলাম সবুজের ঠিকানায় ...

~ ঐশিকা নাগ, ৬ শ্রেণী
বিভাগ - গ

শীতের আনন্দ

এল যে শীতের বেলা বরষ পরে,
আনন্দে মন আমার ফুরফুর করে।
দিম্মা ঠাম্মার হাতের পিঠে আর পুলি,
খেতে ভারি মজাদার এই মিষ্টি গুলি।

শীতকালে বসে সব সার্কাস খেলা,
তার সাথে যোগ হয় বই এর মেলা।
একদিন যেতে হবে চিড়িয়াখানায়,
ওখানের পশুপাখি ডাকে যে আমায়।

বন্ধুদের নিয়ে চলি বনভোজনে
খুশিতে কাটাই দিন গল্পে ও গানে।
বড়দিনের ছুটিতে এদিক ওদিক গিয়ে,
ফিরে আসি ইস্কুলে পড়াশোনা নিয়ে।

বছরের পরীক্ষা সব এ সময়ে হয়,
পড়াশোনা করি আগে, শুধু মজা নয়।

Mohona Gupta
6B

কম্বলে ম ঢেড়ো কেকোতো

কম্বলে ম ঢেড়ো আ ঢের এই শহরটোর গোলে মেন শীতকোলের কু ঢোশো এবং ঠোন্ডো রোলতর হোওো একটো শোন্তি এবং ন্তনস্তব্ধতোর ঢোকো পন্তরলে মে সূলে রে আলোর স্পশ খেন প্রন্ততন্তেনএকটু আলগই হোন্তরলে মেলত আরম্ভ কলর, তখন বোঙোন্তেলের লন শীলতর মসই আল লের স্মৃন্তত আলস্ত আলস্ত আসো শুরু কলর। ইস্কু (ঢোওো ছোত্রী ম ঢের মবো উলঠ মেখলত পো বোলইরর রোস্তো কু ঢোশো ঢোকো, এবং মসই রোস্তো একটো কু কু র ঠোন্ডো হোওোর হোত মেলক বোঁচলত নো মপলর ব্োই এক মকোলন "

মেহটোলক পোন্তকলে ন্তনলে শুলে আলছ। ্পুর আসলত নো আসলতই মরোলের মতে বোড়লেও, মকোললনো কোরলে আর গ্রীষ্মকো মসই তীব্র মরোলের ন্তবরক্তিটো আলস নো। ইস্কু লে ঢোওোর স (মেখলত পোওো ঢো রোস্তোর পোলশ চোলের মোকোলন ধ্যবলেসী মোলকর ীড়। গর গর ঢোঁলড়র চো মেলক তখন মধ্্যো উঠলত মেখো ঢো, মশোনো ঢো মসই অপন্তরন্তচত ঢেনুষগুন্তের দেনক্তিন ীবলনর মকোললনো অংশ, মকোললনো মছোট্ট গল্প, ইতযোন্তে। ন্তিলসম্বর ঢেস পলর মগলে হোওো ঢেসলত শুরু কলর ছু টটর আল (। ক্তিস্ট ঢেলসর দহ হুললোলড়র অলপক্ষো পোকে ন্তিট মসলে উঠলত আরম্ভ কলর। কলে ন্তিলটর অন্তেগন্তেলত ম ঢেললবো মেখো ঢো ' নন্তক কযোপ' এবং শো ঢ়োললনো মোকেন চললেছন ট্রোল চলড় মবন্তড়লে পড়লত। পাঁন্তচলশ ন্তিলসম্বলরর ন্তেন (এন্তগন মরিো, পোকে ন্তিট এবং অযোলেন পোলকেরীলড়, মসই নেস ঢেগল র লধ্য ফু লট ওলঠ ঢেনুলষর একোন্ততত্ব। পন্তরবোর এবং বন্ধুলের সলে দহ হুললোড় করোর ফোঁলক হঠোৎ প্রকোশ পো একেলনর ক্লোন্তি অেবো ্ঃখ। বছর খেন মশষ হলে আলস, তখন হেলতো মকোললনো এক ্বেক বো ্বেতী তোলের সকোেটট কোটোলত চো ছোলে বলস, শীলতর মরোলের ওো পুলরোললনো ন্তহললনর গোন শুলন। অেবো হেলতো বছলরর মশষ ন্তেলন কোরুর মওোো ঢোেনোো ন্তেলে ম লস আসলব গোলনর সুর-
" ন্তবো পন্তরন্তচতো এই ন্তবোলের সুর,
চুন্তপ চুন্তপ ঢােলক রে বহেরে "।

~Mohona Mitra, 11B

কম্বলে মোড়া কলকাতা

কলকাতার মানুষের মধ্যে একটি ব্যাপার খুব ভালো তা হল অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো। তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি নেমে গেলে সোয়েটারের উপর সোয়েটার পারলে কম্বলখানা নিয়ে বেরিয়ে পরে। তারপর বিশেষ মন্তব্য যেমন “শীত কালে, গরম কফি তে বিস্কুট ডুবিয়ে খাওয়ার মজাই আলাদা”। যেন সারা বছর একই কাজ করেন না। "বছরের এই সময়ে কুয়াশা সত্যিই সুন্দর"। হ্যাঁ, বছরের এই সময়ে, দূষণ সত্যিই বিস্ময়কর। "শীতের সময়, গরম পানীয় খাওয়ার অনুভূতি সেরা "। আমি গরম সম্পর্কে জানি না, কিন্তু প্রতি বছর আমার শীতকাল একটি নির্দিষ্ট জিনিস ছাড়া সত্যিই পরিপূর্ণ হয় না ,সেটি হল কাশির ওষুধ। দুর্গাপূজা শেষ, দীপাবলি শেষ, বাঙালিদের জন্য এটা “No problem”; ক্রিস্টমাস আছে তো! কিন্তু সত্যি, কলকাতার লোকেরা এই কম্বলে মোড়া কলকাতাকে ছাড়া থাকতেই পারবে না- ওমা, মাঙ্কি টুপি পরবে কখন?

~ লীলা দে (৮ গ)

হিমের ভাষা

প্রতি শ্বাসে ঠাণ্ডা হাওয়া
সব ক্লান্তি ঘুচিয়ে দেওয়া,
বাতাসের গন্ধ মধুর,
মন উড়ে যায়, যায় বহু দূর—
উড়ে যায় বহু দূর...

জিভ পোড়ানো চায়ে চুমুক
শিশুদের খুশিতে রাঙা মুখ,
প্রাণ গুনগুন করে ওঠে,
দিকে দিকে পাতা ঝরে, ফুলও ফোটে—
ফুলও ফোটে...

সোয়েটারের উলের গন্ধে মেতে
আলপনা বোনা ধানের ক্ষেতে,
ঢেউ ভেসে যায় সবুজ পাতায়,
কালিমাখা কলম খোলা সাদা খাতায়,
হিমেল হাওয়ায় দোল খেলে যায় সাদা পাতায়...

শীত বলে—খোল, দোর খোল!
সরিয়ে দে কাঁথা কম্বল,
হাতে বোনা মাফলার আর গরম জলে স্নান,
আলসে দুপুরে শুনি পুরনো দিনের গান,
বেজে চলে পুরনো দিনের গান...

সুস্বাদু কপির বড়া, আর
পিঠে খাই নলেন গুড়ে ভরা,
একলা দিন কাটে ঘন কুয়াশায়,
মেতে থাকি শীতের কাঁপুনি আর হিমের ভাষায়,
শুনি, শুনতে থাকি হিমের ভাষা...

আনন্দিনী সেনগুপ্ত
IX B